



12488 - কী ধরনের রোগ হলে একজন রোগীকে রোগীকে জন্ম রোগী ভুক্ত করা বৈধ?

প্রশ্ন

কোন ধরনের রোগ রমজান মাসে একজন মানুষের জন্ম রোগী ভুক্ত করা বৈধ করে? যে কোন রোগ সঠিক যদি হালকাও হয় তবে কী রোগী ভুক্ত করা যায়?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

অধিকাংশ আলিমের মতে, এঁদের মধ্যে চার ইমাম আবু হানীফা, মালিক, শাফি'ঈ ও আহমাদ রয়ছেন- একজন রোগীর জন্ম রমজান মাসে রোগী ভুক্ত করা যায় এমন যদি না তার রোগ তীব্র হয়।

রোগের তীব্রতার অর্থ হলো :

১. রোগীর কারণে যদি রোগ বড়ে যায়।

২. রোগীর কারণে যদি আরোগ্য লাভে বলিম্ব হয়।

৩. রোগীর কারণে যদি খুব বেশি কষ্ট হয় যদিও তার রোগ বড়ে না যায় বা সুস্থতা দেরিতে না হয়।

৪. এর সাথে আলমেগণ আরও যোগ করছেন এমন কোন ব্যক্তি সিয়াম পালনের কারণে যার অসুস্থ হয়ে পড়ার আশংকা আছে।

ইবনে ক্বুদামাহ (রাহমিহুল্লাহ) 'আলমুগনী গ্রন্থে' (৪/৪০৩) বলেন:

“যে রোগ রোগী ভুক্ত করা বৈধ করে তা হলো তীব্র রোগ যা রোগী পালনের কারণে বড়ে যায় অথবা সে রোগ থেকে আরোগ্য লাভ বলিম্বতি হওয়ার আশংকা থাকে।” একবার ইমাম আহমাদকে জিজ্ঞাসে করা হল, “একজন রোগী কখন রোগী ভুক্ত করতে পারবে?”

তিনি বললেন, “যদি সে রোগী পালন করতেনো পারবে।”



তাক্কে বলা হলো : “যমেন জ্বর?”

তিনি বললেন, “জ্বরের চয়ে কঠিনিতর কোন রোগ আছে কি!...”

আর য়ে সুস্থ ব্যক্তি রোযা রাখলে তার রোগ বড়ে যাওয়ার আশংকা হয় রোযা ভাঙার ক্ষত্রে তার হুকুম ঐ অসুস্থ ব্যক্তির ন্যায় রোযা রাখলে যার রোগ বড়ে যাওয়ার আশংকা থাকে। কেননা সয়ে রোগীর জন্য রোযা ভাঙ করা এ কারণে বধৈ করা হয়েছে য়ে রোযা রাখলে তার রোগ বড়ে যতে পারে, রোগ বলিম্বে সারতে পারে। অনুরূপভাবে নতুন কোন রোগ সৃষ্টি হওয়াও একই অর্থবোধক।” (উদ্ধৃতি সমাপ্ত)

ইমাম নববী (রহঃ) “আল-মাজমূ গ্রন্থে” (৬/২৬১) বলছেন :

“যে রোগীর রোগ মুক্তরি আশা করা যায়, কনিত্তু তিনি রোযা পালনে অক্ষম এক্ষত্রে রোযা পালন করা তার জন্য বাধ্যতামূলক নয়.... যদি রোযার কারণে রোগীর কষ্ট হয় সক্ষেত্রেও একই হুকুম প্রযোজ্য। রোযা ভাঙ করার জন্য চূড়ান্ত পরযায়রে অক্ষমতা শর্ত নয়। বরং আমাদরে আলমেদরে অনকে বলেছেন: “রোযা ভাঙ করার ক্ষত্রে শর্ত হলো রোযার কারণে এমন কষ্ট হওয়া যা সহ্য করা কষ্টসাধ্য।” (উদ্ধৃতি সমাপ্ত)

আলমেদরে মধ্যে কটে কটে বলেছেন: য়ে কোন রোগীর জন্যই রোযা ভাঙা জায়যে; যদিও বা রোযার কারণে কষ্ট না হয়। তবে এটি একটি বরিল অভিমিত। জমহুর আলমেগণ এই অভিমিতকে প্রত্যাখ্যান করছেন।

ইমাম নববী বলেছেন:

“হালকা রোগ যার কারণে বিশিষে কোন কষ্ট হয় না সয়ে ক্ষত্রে রোযা ভাঙা জায়যেনয়। এ ব্যাপারে আমাদরে আলমেদরে মধ্যে কোন দ্বিমিত নহে।” [আল-মাজমূ (৬/২৬১)]

শাইখ ইবনে উছাইমীন বলেছেন :

“রোযা পালনরে কারণে য়ে রোগীর উপর শারীরকি কোন প্রভাবপড়ে না, যমেন- হালকা সর্দি, হালকা মাথাব্যথা, দাঁতে ব্যথা ইত্যাদরি ক্ষত্রে রোযা ভাঙা জায়যে নয়। যদিও আলমেগণরে কটে কটে নমিনোক্ত আয়াতরে দলীলরে ভিত্তিতে বলেছেন য়ে তার জন্য রোযা ভাঙা জায়যে।

[ومن كان مريضاً...] [2 البقرة: 185]

“আর কটে অসুস্থ থাকলে...” [সূরা বাক্বারাহ, ২ : ১৮৫]



তবে আমরা বলবো- এই হুকুমটি একটি ইল্লেখ্য (কারণ)এর সাথে সম্পৃক্ত। আর তা হলো রোগী ভাঙকরাটা রোগীর জন্য বেশি আরামদায়ক হওয়া। যদি রোগী রাখার কারণে রোগীর উপর শারীরিক কোন প্রভাব না পড়ে তবে তার জন্য রোগী ভাঙকরা জায়গে নয়। বরং তার উপর রোগী রাখা ওয়াজবি।”[আশ্-শারহুলমুমতী (৬/৩৫২)]